দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN 28 2006 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8 .....

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা এবং অতঃপর

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রযাত্রা বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পদ্ধতি একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। নতুন এই পরীক্ষা পদ্ধতি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা এবং শিক্ষকদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এই পদ্ধতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করবে তখনই, যখন বেসরকারি শিক্ষকদের নিয়োগ ও বেতনসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সঠিক সমাধান হবে। এক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব সমস্যা বিদ্যমান, সেগুলো হচ্ছে–

১. কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষক নিবন্ধন সার্টিফিকেট চাচ্ছে এবং শর্ত জুড়ে দিচ্ছে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। এটা খুবই অমানবিক, নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করা সবাইকে আবেদন করার সুযোগ দেয়া উচিত। কোনো কিছু বিচার করার ক্ষেত্রে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেনে নেয়া যায় না।

২. এখনও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাবার ক্ষেত্রে ডোনেশন তথা ম্যানেজিং কমিটিকে ম্যানেজ করার বিষয়টি রয়ে গেছে। টেস্টে উত্তীর্ণ হবার পরেও যদি একজনকে লক্ষাধিক টাকা প্রদান করে শিক্ষক হতে হয় তবে তা খুবই দুঃখজনক।

৩. এমপিও তথা বেতন চালু হওয়ায় বিলম্ব খুবই হতাশাজনক। দেখা যায় যে, অনেকক্ষেত্রে নিয়োগ পাবার পর বেতন চালু হতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়াও বেতন চালু করতে ঘুষ দিতে হয়। বিনা তদবির তথা ঘুষে বেতন চালু হয় না।

৪. বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন কখনও নির্ধারিত সময়ে হয় না। কোনো মাসে ১০ তারিখে। কোনো মাসে ২০ তারিখ পার হলেও হয় না, যা শিক্ষকদের জন্য খুবই হতাশার।

৫. শিক্ষকদেরকে যে বাড়িভাড়া দেয়া হয়, তা হাস্যকর।

৬. বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যে ইনক্রিমেন্ট ব্যবস্থা প্রচলিত তাও অযৌক্তিক।

৭. বেসরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সহজ ও যৌক্তিক নীতিমালার অভাব।

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করতে পারলে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন ফলপ্রসূ হবে। নয়তো এ পরীক্ষা পদ্ধতির তেমন কোনো দাম থাকবে না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আবু জাহিদ আল বোরহান,
প্রধান শিক্ষক,
পারিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পবা, রাজশাহী।